দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 4 OCT 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

# দেশের ৬০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে না

## সরকারের নতুন শর্তে জটিলতা বাড়ছে

মহসিন মিলন, বেনাপোল অফিস

ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার নতুন শর্ত আরোপ করায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের ৬০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। ফলে দেশে নারী শিক্ষা উন্নয়নে বড় ধরনের বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অনেক দরিদ্র অভিভাবককে বহন করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা। জানা যায়, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে ১৯৯৪ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। পরবর্তীতে জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায়

পৃঃ ৫ কঃ ৮

## দেশের ৬০ ভাগ দরিদ্র

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

এসে ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন শর্ত যুড়ে দিয়েছে। চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন জারক নং শাঃ২০/১০০-উপবৃত্তি-১৩(১)/০৩/১২৭ থেকে জানা যায়, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৪০ ভাগ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রী উপবৃত্তি ও অন্যান্য অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নতুন এ শর্তের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শার্শা উপজেলার নাভারণ ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খলিল জানান, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি পেতে হলে ৯টি শর্ত পালন করতে হবে। শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে ছাত্রীর অভিভাবক ৭৫ শতাংশ কম জমির মালিক হতে হবে, বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার টাকার কম হতে হবে, ন্যূনতম ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে, এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে, নিয়মিত ছাত্রী হতে হবে প্রভৃতি। তবে শর্তে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নদী ভাঙনকবলিত পরিবারের সন্তান এবং দুঃস্থ পরিবারের সন্তানরা উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক (সেকেন্ডারী) পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি পেতে হলেও বিভিন্ন শর্ত পালন করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে যশোরের শার্শা উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ওয়াহেদুজ্জামান বলেন, চলতি বছরে নতুন শর্তে বাংলাদেশে ১শ ১৯টি উপজেলায় এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যশোরের শার্শা এবং চৌগাছা উপজেলায় এ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উপজেলা এলজিইডি ডিভিশন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় পূরণকৃত ডাটা তারা ঢাকায় পাঠায়। সেখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। কম্পিউটারে কিছু সূচক দেয়া থাকে, যার মাধ্যমে এ বাছাই সম্পন্ন হয়। উচ্চ মাধ্যমিকের মত এখানে কোন পার্সেন্টেজ নেই। তিনি বলেন, শার্শা উপজেলায় সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন করার পরও প্রায় ৯শ' ছাত্রী এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। যা এলজিইডি ভবনে শিক্ষামন্ত্রী, প্রকল্প পরিচালক ও এলজিইডির কো-অর্ডিনেটরের উপস্থিতিতে আমরা বিষয়টি অবহিত করেছি। ১৯৯৪ সাল থেকে ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় শার্শা উপজেলায় শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চলতি বছর থেকে নতুন শর্তযুড়ে এ প্রকল্প চালু হয়েছে। শার্শার ফজিলাতুননেছা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জামাল উদ্দীন বলেন, নতুন নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে যেয়ে ৬০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী উপবৃত্তি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মাত্র থেকে ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানে থাকা ৬০ ভাগ ছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে না। বরঞ্চ তাদের উল্টো প্রতিষ্ঠানের বেতন ও অন্যান্য খরচ বহন করতে হবে। যশোরের বাগআঁচড়া ডাঃ আফিল উদ্দীন ডিগ্রী কলেজের উপ-অধ্যক্ষ ফারুক হাসান বলেন, বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনায় তা বাছাই করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দুরূহ হয়ে পড়েছে। কারণ উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয় তার অধিকাংশে গরীব পরিবারের সন্তান। স্থানীয়ভাবে নীতিমালা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। এখানে রাজনৈতিক চাপ রয়েছে। পৌরসভার মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা যে তথ্য প্রদান করেন তার অধিকাংশই ভূয়া। এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কিছুই থাকে না। যে কারণে প্রকৃত দুস্থরা বাদ পড়ে যাচ্ছে। একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বেসরকারী একটি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান রবিউল ইসলাম বলেন, ফিমেল সেকেন্ডারী এসিসমেন্ট প্রজেক্ট চালু হওয়ার পর থেকে মেয়েদের স্কুল-কলেজে উপস্থিতির হার বেড়েছে। মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন দিতে হয় না বরং তারা উপবৃত্তির টাকা পায়। এসব কারণে অভিভাবকরা মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে আগ্রহী হয়ে উঠে। কিন্তু বর্তমান এ সিদ্ধান্তের কারণে তারা সে আগ্রহ হারাচ্ছে। শতকরা ৬০ ভাগ মেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি পাবে না, তাদের বেতন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। যা মফস্বলের ছাত্রীদের জন্য একটি অশনি সংকেত। এতে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগামীতে ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে।